সংবাদ

তারিখ 02 FEB 2016
পৃঃ 2 কলাম 2

সুষ্ঠুভাবে শুরু হলো এসএসসি পরীক্ষা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শুরু হয়েছে এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা। দশটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে গতকাল সোমবার প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম পত্র পরীক্ষা। দু'একটি কেন্দ্রে, প্রশ্ন বিতরণে ত্রুটি ছাড়া কোথাও কোন ধরনের অভিযোগের খবর পাওয়া যায়নি। তবে ফরম পূরণ করেও প্রথম পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ৬ হাজার ৮২৬ জন ছাত্রছাত্রী। অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার হয়েছে সাত শিক্ষার্থী এবং দায়িত্বে অবহেলার কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে এক কেন্দ্র সচিবসহ ১০ শিক্ষককে।

বিজি প্রেস থেকে আর প্রশ্ন ফাঁস হবে না
— শিক্ষামন্ত্রী

প্রথম দিন সকাল ১০টা থেকে পরীক্ষা শুরু হয়। দেশের তিন হাজার ১৪৩টি কেন্দ্রে এবার ১৬ লাখ ৫১ হাজার ৫২৩ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি ও সমমানের এ পরীক্ষার জন্য ফর্ম পূরণ করে।

সকালে রাজধানীর তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিকসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। তবে পরীক্ষার্থীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য এবার কেবল শিক্ষা সচিবকে নিয়ে কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস করা সম্ভব হবে না বলে আশা প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'যে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি, আমরা আশাবাদী, প্রশ্ন ফাঁস করা সম্ভব না।'

এর আগে এইচএসসিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ?তুলে ধরে তিনি বলেন, 'সে সময় তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে এসএসসি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

এসএসসি : পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সব পদক্ষেপের বিষয়ে আমরা বলব না। বিজি প্রেস থেকে আর প্রশ্ন ফাঁস হবে না' মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'মন্ত্রী, সচিব, বোর্ড চেয়ারম্যান কেউ- প্রশ্ন দেখার সুযোগ পান না। ছাপানো প্রশ্ন এক মিনিটের বেশি সময় কারো হাতে থাকে না। কেউ প্রশ্ন মুখস্ত করার সুযোগ পাবেন না। কোন প্রশ্ন কোন বোর্ডে যাবে– তা প্রশ্ন ছাপানোর সঙ্গে জড়িতদের বোঝার উপায় নেই।'

শিক্ষকদের অতি উৎসাহী হতে নিষেধ করে মন্ত্রী বলেন, 'কোনো শিক্ষক অতি উৎসাহী হয়ে বলবেন না যে শিক্ষার্থীদের বেশি নম্বর দিতে বলা হয়েছে। এ ধরনের কথা বললে আমরা ব্যবস্থা নেব।' ২০১৭ সাল থেকে এমসিকিউতে ১০ নম্বর কমিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের কথা মনে করিয়ে দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ভুলত্রুটি যা আছে, তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে।

অনুপস্থিত ৬ হাজার ৮২৬ জন

পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গ্রহণের লক্ষ্যে অন্যান্য উদ্যোগের সঙ্গে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কন্ট্রোল রুমের ফোন নং-৯৫৪০৩০২, ০১৭৭৭-৭০৭৭০৫, ০১৭৭৭-৭০৭৭০৬ কন্ট্রোল রুমের ই-মেইল : (বীধসপড়হঃৎড়ষৎড়ড়স@সড়বফ.মড়া.নফ)। পরীক্ষা চলাকালে যে কেউ এ সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারবে।

পরীক্ষা শেষে কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষার প্রথম দিন সারাদেশে ৬ হাজার ৮২৬ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। পরীক্ষায় নকলের দায়ে সাত শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দায়িত্ব পালনে গাফিলতির কারণে দুজন শিক্ষকও বহিষ্কার হয়েছেন।

অনুপস্থিতি সম্পর্কে জানা গেছে, ঢাকা বোর্ডে ৮৪৭ জন, রাজশাহীতে ৪২১ জন, কুমিল্লায় ৫১০ জন, যশোরে ৪২৩ জন, চট্টগ্রামে ২৭৯ জন, সিলেটে ২৫২, বরিশালে ২৫০ এবং দিনাজপুর বোর্ডে ৩০৬ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ২ হাজার ৫৯৭ জন এবং কারিগরি বোর্ডে ৯৪১ পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে আসেনি। যশোর ও মাদ্রাসা বোর্ডে একজন করে এবং কারিগরি বোর্ডে পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। যশোর ও মাদ্রাসা বোর্ডের একজন করে শিক্ষক বহিষ্কার করা হয়েছে।

আটটি সাধারণ বোর্ডের অধীনে এসএসসিতে ১৩ লাখ ৪ হাজার ২৭৪ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিলে ২ লাখ ৪৮ হাজার ৮৬৫ জন এবং কারিগরি বোর্ডের অধীনে এসএসসি ভোকেশনালে ৯৮ হাজার ৩৮৪ জন পরীক্ষার্থী রয়েছেন। আজ কোন পরীক্ষা নেই। আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা। ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে তত্ত্বীয় পরীক্ষা। ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে ৯ থেকে ১৪ মার্চ। বাংলা দ্বিতীয় পত্র এবং ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ছাড়া সব বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা হবে।

গোপালগঞ্জে দুটি কেন্দ্রে ২০১৪ সালের প্রশ্নে পরীক্ষা!

গোপালগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা জানিয়েছেন, জেলার দুটি কেন্দ্রে ১৫০ জন এসএসসি পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে ২০১৪ সালের বাংলা প্রশ্নে। এরমধ্যে কাশিয়ানী উপজেলার রামদিয়া কেন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ শশীকমল মহাবিদ্যালয় ভেন্যুতে ৭৯ পরীক্ষার্থী এবং সদর উপজেলার সাতপাড় কেন্দ্রের বৌলতলী-সাহাপুর সম্মিলিত উচ্চ বিদ্যালয় ভেন্যুতে ৭১ জন পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটেছে।

এ বিষয়ে রামদিয়া কেন্দ্রের কেন্দ্র-সচিব ও ফুকরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জইন উদ্দিন জানায়, পরীক্ষা শুরুর পর পরই ওই ভেন্যুর ১৪২ ও ২৪১নং কক্ষের পরীক্ষার্থীরা দায়িত্বরত পরিদর্শকদের অবহিত করেন। কিন্তু তারা বিষয়টিকে আমলে নেননি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষার্থীরা উত্তেজিত হয়ে পড়লে বিষয়টি তখন তিনি জানতে পারেন।

এছাড়া সাতপাড় কেন্দ্রের হল সুপার ও বৌলতলী-সাহাপুর সম্মিলিত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল চন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন, তাদের কেন্দ্রেও দুটি কক্ষে ৭১ জন পরীক্ষার্থী ২০১৪ সালের প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে বিষয়টি তিনি জানতে পারেন।

জানা গেছে, ঘটনার খবর পেয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সাঈদ-উর-রহমান ওই কেন্দ্রগুলোতে পরিদর্শন করেছেন। রামদিয়া কেন্দ্রের কেন্দ্র-সচিবসহ ৬ শিক্ষককে এবং সাতপাড় কেন্দ্রের কেন্দ্র-সচিব মামুন বিশ্বাসসহ ২ শিক্ষককে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানানো হয়। বোর্ডের পক্ষ থেকে ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থীদের বিষয়টি সুবিবেচনা করা হবে।